দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত, দুইজনকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ নিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুইজনকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিয়েতে ছেলের বয়স ২১ বছর হলেও মেয়ের বয়স ১৫ বছর হওয়ায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অভিযানে বিবাহ নিবন্ধক শামসুর কাজির সহকারী কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মৃত চাঁদ মোহাম্মদের ছেলে আব্দুস সাত্তার (৬২) এবং ছেলে পক্ষের অভিভাবক দামুড়হুদা উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের জিয়ারুল রহমানের স্ত্রী মমতাজ বেগমকে (৩৭) ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়াও ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকার বিষয়ে উভয়ের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন শাহীন আলম। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সবুজ উদ্দীনসহ পুলিশের একটি চৌকস টিম উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা

অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পাবলিক লাইব্রেরির পদ্মা ট্রেনিং সেন্টারে বেসরকারি সংস্থা সারভিস এন্ড ভিশন ফর এডিফাই (সেইভ) এ সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এম রায়হান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ কাজল, আহমেদ নাসিম আনসারী, পদ্মার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সার্ভিস এন্ড ভিশন ফর এডিফাই (সেইভ) এর নির্বাহী পরিচালক আয়শা সিদ্দিকা।

সভায় বক্তারা বলেন, “বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা হলেও এর মূল ভিত্তি মানবাধিকারের লঙ্ঘন। একজন কিশোরী যখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তখন থেকেই তার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। গার্ল পাওয়ার প্রজেক্ট কিশোরীদের আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই কাজ করছে।

তারা আরও বলেন, কিশোরীদের ওপর সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। কিশোরীদের অধিকার সম্পর্কে পরিবার, সমাজ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অবগত হতে হবে। সমাজে কিশোরীদের শিক্ষার সুযোগ ও স্বপ্নের কথা কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। কিন্তু সচেতন নাগরিকরা ঐক্যবদ্ধ হলে কিশোরীদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

এ ছাড়া সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে মানবাধিকার ও কিশোরীদের অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।

ঝিনাইদহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ৩ দিনব্যাপী সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেভ’র আয়োজনে উপজেলার এম.কে. মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কে.কে.পি.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ফুলহরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে মোট ১’শ ৫জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিশোরী ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের ক্ষমতায়ন (গার্লপাওয়ার) প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস অ্যান্ড ভিশন ফর এডিফাই (সেভ) ও বান্ধব, ডেনমার্ক’র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে কিশোরীদের নেতৃত্ব বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আযোজকরা জানায়, প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২০ জন করে কিশোরীকে বাছাই করে Adolescent Girls Club (AGC) গঠন করা হয়। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সদস্য নির্বাচন করা হয়। একই এলাকার ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী স্কুলগামী অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর ২০ জন মেয়েকে নিয়ে ক্লাবটি গঠিত হয়।

অংশগ্রহণমূলক সভার মাধ্যমে নেতৃত্বমূলক পদগুলো নির্ধারণ করা হয়। ক্লাবের সদস্যরা নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন, স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা, এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন আয়োজকরা।

হরিণাকুণ্ডুতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) উপজেলার ৪ নং দৌলতপুর ইউনিয়নের কেবি একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে বাল্যবিবাহ, সাইবার অপরাধ, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও আত্মহত্যা, নারী ও শিশু পাচার, ইভটিজিং ও স্কুল থেকে ঝরেপড়া প্রতিরোধ, বয়োঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন এবং শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে গড়ে ওঠার বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীসহ শিক্ষার্থীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি, সমাজে সচেতনতার অভাবে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেয়। এতে অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মারাত্মকভাবে ঝুঁকিতে পড়তে হয় তাদের। এছাড়া বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও আত্মহত্যা, নারী ও শিশু পাচার, ইভটিজিং প্রতিরোধে নানা আলোচনা করেন। এব্যাপারে সবাইকে সাথে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলার আহবান জানান।

বাল্যবিবাহের আসরে ইউএনও’র হানা; বর কারাগারে, ভগ্নিপতির

জরিমানা

শতাধিক বরযাত্রী, মাংস-ভাতের আয়োজন আর আপ্যায়নের তোড়জোড়—সব প্রস্তুত। বাকি শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর। এমন মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে, সদর উপজেলার মদনা ডাঙ্গা গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সী ওই মেয়েটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে বিয়ের জন্য পাত্র হিসেবে আনা হয়েছিল একই উপজেলার খোকসা গ্রামের রাহিদুল শেখের ছেলে রাব্বি রাসেল (১৮)-কে। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, ছেলের ন্যূনতম বয়স হতে হয় ২১ বছর, আর মেয়ের ১৮ বছর না হলে বিয়ে করা অবৈধ।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে ছদ্মবেশে কনের বাড়িতে উপস্থিত হন ইউএনও খাইরুল ইসলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বিয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি দেখতে পান। কিছু বরযাত্রী বাড়িতে, বাকিরা ছিলেন মসজিদে জুমা’র নামাজে। পরিকল্পনা ছিল নামাজের সময়েই হঠাৎ করেই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলা। তবে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সে পরিকল্পনায় পানি পড়ে যায়।

ইউএনও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বর রাব্বি রাসেলকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়া বিয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে উপস্থিত রাব্বির ভগ্নিপতি সজিব আলী (আমঝুপি) কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় কনের মা-বাবাকে সতর্ক করে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনোভাবেই পুনরায় বিয়ের আয়োজন না করা হয়, সে বিষয়ে একজন স্থানীয় শিক্ষককে বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযান শেষে স্থানীয় জনগণকে একত্র করে ইউএনও বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনগত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কৌশলে বিয়ের

আয়োজন সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছিল। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করেছি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সমাজে সচেতনতা তৈরি করাও জরুরি।’

মেহেরপুরে বাল্যবিবাহ বন্ধ করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার

পুরোদমে চলছে বিয়ের আয়োজন, রান্নার কাজ প্রায় শেষ, বরযাত্রী কেবল আসতে দেরি, বরযাত্রী আসার আগেই চলছে রং মাখামাখি এরই মাঝে উপস্থিত হলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। কারণ অন্য কিছু নয়, সবেমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী, তাই বাদ সাধলেন বিয়ের আয়োজন বন্ধ করতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমানসহ অন্যান্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

শহরে পুরাতন বাস স্ট্যান্ড পাড়ার মফিজুল ইসলামের মেয়ে ও মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর সাথে স্টেডিয়াম পাড়ার মহাসিন আলীর ছেলে গার্মেন্টস কর্মীর বিয়ে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে বিয়ের আয়োজন প্রায় সম্পন্ন, শুধু বর আসতে বাকি ছিল। ততক্ষণে খবর পৌঁছে যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলামের কানে, তিনি কাল বিলম্ব না করে সহকর্মীসহ অন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের নিয়ে হাজির হলেন বিয়ে বাড়িতে। মুহূর্তের মধ্যে বিয়ে বাড়ির চিত্রটা পাল্টে যায়। ততক্ষণে বিয়ে বাড়িতেও জমে গেছে শতাধিক উৎসুক মানুষ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ সময় বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানোর পর তারাও বিয়ে বন্ধ করতে সম্মত হন। এবং মুচলেকা নিয়ে বিয়েটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেন।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ দেওয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ দেয়ায় কিশোরী কনের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার বিকাল ৫টার দিকে জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ায় এঘটনা ঘটে। দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার আরুল এর ১৭ বছর বয়সী কন্যাকে বাস্তপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রদান করেন।

ঘটনা জানাজানি হলে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন । এসময় ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী কন্যার বাবা আরুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি মেয়ের বাবার কাছ থেকে লিখিত আকারে মুচলেকা নেন। এতে বলা হয় মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে তার বাবার বাড়িতেই থাকবেন,শশুর বাড়িতে থাকবেনা। এবং ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বর তাকে নিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই আদেশ অমান্য করে তবে সংবিধানের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে বলে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানার উপপরিদর্শক নায়েব আলীর নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা মোবাইল কোর্ট এ সহযোগীতা করেন।

কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহের আয়োজন, ছেলের বাবাকে জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহের আয়োজন করায় ছেলের বাবা কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে এ অভিযান চালান উপজেলা

নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলার কোলাবাজার ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শ্রী দুলাল কুমার দাসের মেয়ে শ্রাবন্তী দাস (১৪) কে কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের ভোমরাডাঙ্গা গ্রামের দাস পাড়ার শ্রী মদন কুমার দাসের বাড়িতে ছেলে আকাশ কুমার দাস (১৯) এর সাথে বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে অভিভাবকরা। তখন গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ভ্রম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৭/৮ ধরায় ছেলের বাবা শ্রী মদন কুমার দাস কে (২৫) হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সে সময় মেয়েকে তার বাবা দুলাল কুমার দাসের কাছে বুঝিয়ে দেন। ছেলে, মেয়ে ও তাদের পিতামাতা এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে মেয়ের বয়স ১৮ ও ছেলের বয়স ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া মেয়ে তার বাবা বাড়িতে থাকবে, মেয়েকে পড়াশুনা করার জন্য নিয়মিত স্কুলে পাঠাবে এবং ছেলের সাথে যোগাযোগ করবে না।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, লক্ষিপুর পুলিশ ফাঁড়ির আই সি উপপরিদর্শক এস আই মিজান, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ পুলিশের একটি চৌকস দল উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ, কনের পিতাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে চিৎলা হালদার পাড়ায় বাল্যবিবাহ আয়োজনের দায়ে কিশোরী কনের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিৎলা গ্রামে এঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)’র অফিস সুত্রে জানাগেছে উপজেলার চিৎলা হালদার পাড়ায় শ্রী ভগিরথ হালদারের ১৪ বছর বয়সী

কন্যার ঝিনাইদহ জেলার হলুধানির নাটাবাড়িয়ায় গ্রামে বাল্যবিবাহের প্রস্তুতি চলছিল।

ওই সময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বাল্যবিবাহের আয়োজন বন্ধ করে দেন । মেয়ের বাবা শ্রী ভগিরথ হালদারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি আদালত মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেন না এবং ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বর ওই কিশোরীকে বিবাহ করবেন না মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়।

২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী এ জরিমানা করা হয়। এসময় তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম উপস্থিত ছিলেন।